স্মৃতি-বিস্মৃতিতে

হরিনাথ দে

Harinath De in memory and oblivion

স্মৃতি-বিস্মৃতিতে হরিনাথ দে

Harinath De in Memory and Oblivion

ভূমিকা

যাঁকে নিয়ে আজকের এই ভূমিকা লিখন, তাঁকে নিয়ে কিছু লেখা তো দূরের কথা, তাঁর সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রদান করা ছাড়া, কোনো কিছু লেখার ধৃষ্টতা আমার নেই। তিনি ছিলেন ক্ষণজন্মা এবং ভাষার জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র যে উজ্জ্বল নক্ষত্রের পতন হয়েছিল মাত্র ৩৪ বছরে। এই ব্যাক্তিত্ব আর কেউ নয়, তিনি হলেন আচার্য হরিনাথ দে। তাঁকে নিয়ে ভূমিকা লেখার গুরুভার আমার উপর, তাই গতানুগতিক নিয়মে তাঁর সম্পর্কে কিছু লেখার চেষ্টা করছি মাত্র।

সময়টা ছিল ১৮ শতকের একেবারে শেষ, ১৮৭৭ সালের ১২ই অগাস্ট তাঁর জন্ম হয়েছিল, জীবনাবসান হয়েছিল ১৯১১ সালের ৩০সে অগাস্ট। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে এই ৩৪ বছরে তিনি ছিলেন এক বিতর্কিত পুরুষ। তাঁর পান্ডিত্য আমাদের মুগ্ধ করে। ৩৪ বছরে ৩৬ টি ভাষায় জ্ঞান (যদিও ৩৪ না ৩৬ এটি নিয়ে বিতর্ক আছে), ১৪ টি ভাষায় এম. এ., অসংখ প্রবন্ধ ও বই রচনা, অনুবাদ, ভাষার জগতে বিপ্লব এনে দিয়েছিলো। ১৯০৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তিনি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক পদে নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির সর্বপ্রথম বাঙালি গ্রন্থাগারিক। তিনি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরি ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন এবং এই গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকার নতুন সংস্করণ প্রকাশের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন।

উদারচেতা হরিনাথ আমাদের অনুপ্রাণিত করে, অপরের প্রয়োজনে তাঁর এগিয়ে আসা, তাঁর ত্যাগ আমাদের সম্মোহিত করে। আবার ভাষার প্রতি তার ভালোবাসা আমাদের আকৃষ্ট করে।

হরিনাথ দে'র মৃত্যুতে ড. এ. এ. সুহরাবর্দি বলেছেন যে, কোনো মহারাজা মারা গেলে একজন মহারাজা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন । হরিনাথ মারা গেছেন কিন্তু কে আছেন তার স্থলাভিষিক্ত হবেন! একথা সেদিন যেভাবে সত্যি ছিল সেভাবেই আজও সত্যি এবং হয়তো ভবিষতেও তাই। কারণ হরিনাথ দে এক এবং অদ্বিতীয়।

ব্রেনওয়ার বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে হরিনাথ দে- র প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত "স্মৃতি-বিস্মৃতিতে হরিনাথ দে"-এই বইটির লেখকেরা খুব নিপুন লেখায় আচার্য হরিনাথ দে-র জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরবার চেষ্টা করছেন। যদিও হরিনাথ দে- কে নিয়ে আমাদের চিন্তাধারা এবং তার কৃতিত্বের অনুসন্ধান শুরু করেছি আমরা বহু আগে থেকেই। কারণ বর্তমান প্রজন্মের কাছে

মাত্র ৩৪ বছরের আয়ুকালে, নিজ কর্ম প্রতিভার যে পরিচয়ের সাক্ষ্য আচার্য হরিনাথ দে রেখে গেছেন, তা আজও আমাদের অবাক করে। শুধুমাত্র ভাষাবিদ নয়, একজন শিক্ষক, গবেষক, গ্রন্থাগারিক, সমাজসেবকসহ বহু ক্ষেত্রেই তিনি, নিজ কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাই শুধু বাঙালী নয়, সমগ্র ভারতবাসীর কাছেই, তিনি এক গর্বের অধ্যায়। ব্রেনওয়ার বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এই প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্বের অধিকারী হরিনাথ দে মহাশয়কে শ্রদ্ধা জানায়। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই একাধিক লেখকের রচনাকে গ্রন্থনা করে, এই গ্রন্থটিকে প্রকাশ করা হয়েছে। যার দু'ই মলাটের মধ্যে – প্রচলিত, স্বল্প প্রচলিত বা নতুন পরিচয়ের মাধ্যমে, হরিনাথ দে-কে উপস্থাপন করা হয়েছে।

গ্রন্থাগার বিভাগ, ব্রেনওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়

In just 34 years of his lifetime, Prof. Harinath De has left an indelible mark on us with his multifaceted identity. Not only a linguist, but also a teacher, researcher, librarian, and social worker, he has excelled in various fields which still astonishes us today. Not just for the Bengalis', Harinath De is a chapter of pride for all the Indians.

With the publication of this book, Brainware University Library pays tribute to this legendary figure, Prof. Harinath De. Works of several authors on Harinath De have been compiled in this book. Harinath De has been presented here through various lenses – conventional, less conventional, and through new introductions.

Library, Brainware University

BRAINWARE UNIVERSITY

398, Ramkrishnapur Road, Near Jagadighata Market
Kazipara, Barasat, Kolkata - 700125

ISBN: 978-81-963514-1-0

9 788196 351410

Price ₹600